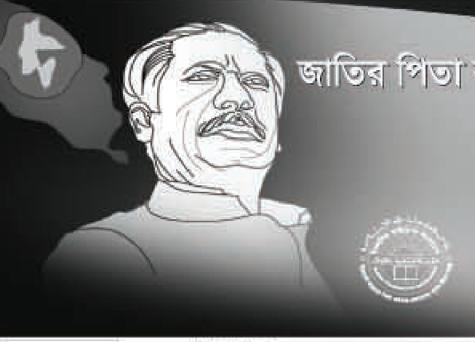

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪২তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৭ উপলক্ষে

বিশেষ ক্রোড়পত্র

ইসলামিক ফাউন্ডেশন

[প্রতিষ্ঠাতা: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান]

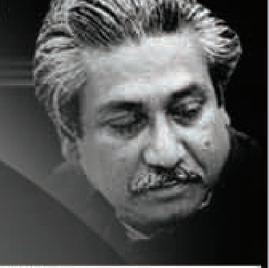

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বঙ্গভবন, ঢাকা
৩১ শ্রাবণ ১৪২৪
১৫ আগস্ট ২০১৭

বাণী

আজ শোকাবহ ১৫ আগস্ট, জাতীয় শোক দিবস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪২তম শাহাদাৎ বার্ষিকী। ১৯৭৫ সালের এদিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, তাঁর স্ত্রী, পুত্র, পুত্রবধূসহ নিকট আত্মীয়গণ শাহাদাৎ বরণ করেন। আমি শোকাহত চিত্তে তাঁদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। জাতীয় শোক দিবসে পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে সকল শহীদের আত্মার মাগফিরাত কামনা করছি।

বাঙালি জাতির ইতিহাসে ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ এক কলঙ্কিত অধ্যায়। দেশের স্বাধীনতাবিরোধী ষড়যন্ত্রকারীদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ মদদে ঘাতকচক্রের হাতে ধানমন্ডির নিজ বাসভবনে বাঙালি জাতির অবিসংবাদিত নেতা জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ হন। একই সাথে শহীদ হন বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিণী শেখ ফজিলাতুননেছা মুজিব, পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শিশুপুত্র শেখ রাসেলসহ অনেক নিকট আত্মীয়। এ নৃশংস ঘটনা কেবল বাংলাদেশের ইতিহাসে নয়, পৃথিবীর ইতিহাসেও বিরল। এ হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ শক্তি মুক্তিযুদ্ধের আদর্শকে মুছে ফেলে পরাজিত শক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিল।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বাঙালি জাতির স্বপ্নদ্রষ্টা এবং স্বাধীনতার রূপকার। ১৯৫২ এর ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮ এর সামরিক শাসনবিরোধী আন্দোলন, '৬৬ এর ৬-দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান '৭০-এর নির্বাচনসহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। বঙ্গবন্ধু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে কখনো আপস করেননি। ফাঁসির মঞ্চেও তিনি বাংলা ও বাঙালির জয়গান গেয়েছেন। দীর্ঘ চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এই মহান নেতা ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এবং তাঁরই নেতৃত্বে দীর্ঘ নয় মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা বিজয় অর্জন করি। বিশ্বখ্যাত নিউজউইক ম্যাগাজিন ১৯৭১ সালের ৫ এপ্রিল সংখ্যায় বঙ্গবন্ধুকে Poet of Politics হিসেবে ভূষিত করে, যা ছিল তাঁর নেতৃত্বের প্রতি বিশ্বসম্প্রদায়ের অবিচল আস্থা ও গভীর শ্রদ্ধা।

জাতির পিতার চিন্তা-চেতনায় সবসময় কাজ করত বাংলা, বাঙালি ও বাংলাদেশ। তিনি ছিলেন বাঙালির মুক্তির দূত। তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য আজ এ দেশের মানুষের কাছে বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। ঘাতকচক্র জাতির পিতাকে হত্যা করলেও তাঁর নীতি ও আদর্শকে মুছে ফেলতে পারেনি। যতদিন বাংলাদেশ থাকবে ততদিন জাতির পিতার নাম এ দেশের লাখো-কোটি বাঙালির অন্তরে চির অম্লান, অক্ষয় হয়ে থাকবে।

বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক স্বাধীনতার পাশাপাশি জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের লক্ষ্যে সারাজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠাই ছিল তাঁর স্বপ্ন। তাই আমাদের দায়িত্ব হবে জ্ঞানগরিমায় সমৃদ্ধ হয়ে বঙ্গবন্ধুর অসম্পূর্ণ কাজকে সম্পূর্ণ করে বাংলাদেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা। তাহলেই আমরা চিরঞ্জীব এই মহান নেতার প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করতে পারবো।

বাংলাদেশ আজ উন্নয়ন ও অগ্রগতির মহাসড়কে ধাবমান। ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি, নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর মতো বৃহৎ প্রকল্প বাস্তবায়নসহ আর্থ-সামাজিক প্রতিটি সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বঙ্গবন্ধু কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে 'ভিশন ২০২১' এবং 'ভিশন ২০৪১' ঘোষণা করেছেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ২০৪১ সালের মধ্যেই বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে, ইনশাল্লাহ্। এ জন্য প্রয়োজন সকলের সমন্বিত প্রয়াস।

আসুন, জাতীয় শোক দিবসে আমরা জাতির পিতাকে হারানোর শোককে শক্তিতে রূপান্তর করি এবং তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে আত্মনিয়োগ করি।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ আবদুল হামিদ

ইসলামের প্রচার-প্রসারে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকারের সাফল্য

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু যেভাবে ইসলামের খেদমতে নিবেদিত হয়ে কাজ করে গেছেন তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আলেম-ওলামাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি এবং তাদের কর্মসংস্থানে ক্ষেত্র সম্প্রসারণসহ ইসলামের প্রচার-প্রসারে নানামুখি কার্যক্রম পরিচালনা করে চলেছেন।

জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে ৫৬০টি মডেল মসজিদ স্থাপন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলায় ১টি মডেল করে মোট ৫৬০টি মডেল মসজিদ কাম ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। মসজিদ কমপ্লেক্সে জেলা পর্যায়ে ১২০০ ও উপজেলা পর্যায়ে ৮০০ এর অধিক মুসল্লীর নামাযের ব্যবস্থাসহ হাজী ও ইমামদের প্রশিক্ষণ, মক্তব ও হেফজখানা, গবেষণা ও অটিজম কর্নার, ই-সেবা, মিলনায়তন, অতিথি কক্ষ, পাঠাগার ও বই বিক্রয় কেন্দ্রের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এতে ব্যয় হবে প্রায় ৯ হাজার ৬২ কোটি টাকা। রাজকীয় সৌদি সরকারের সহযোগিতায় এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এতে সারাদেশে ৮ হাজারের অধিক আলেম-ওলামার কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সৃষ্টি হবে।

সারাদেশে ১০১০টি দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা

গত ২৮ মার্চ ২০১৭ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা প্রকল্পের সংশোধিত ব্যয় প্রায় ২ হাজার ৩শ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদিত হয়। এই প্রকল্পের আওতায় প্রতি উপজেলায় ২টি করে মোট ১০১০টি দারুল আরকাম ইবতেদায়ী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে। এতে শিক্ষক হিসেবে ৫ হাজার ৫০ জন আলেম-ওলামার কর্মসংস্থান হচ্ছে।

পবিত্র কাবা ও মসজিদে নববীর খতিব ও ইমামগণের আগমন এবং ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলন

বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে পবিত্র মক্কা ও মসজিদে নববীর সম্মানিত ইমাম ও খতিবগণ ৪ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ৩দিনের সফরে বাংলাদেশে আগমন করেন এবং সম্মানিত মেহমানগণ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপস্থিতিতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে ৬ এপ্রিল ২০১৭ তারিখে ইসলামিক ফাউন্ডেশন আয়োজিত ওলামা-মাশায়েখ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

হালাল ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা

বর্তমান বিশ্বে প্রায় ২.৩ ট্রিলিয়ন ডলারের হালাল প্রোডাক্টের বাজার রয়েছে। দেশে উৎপাদিত হালাল খাদ্য বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে ব্যাপক। এ কাজের সাথে আলেম-ওলামাদের সম্পৃক্ত করা হলে তাদের কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হবে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার ইসলামিক ফাউন্ডেশনকে এককভাবে হালাল সনদ প্রদানের দায়িত্ব অর্পণ করেছে। ৪ আগস্ট ২০১৭ আগারগাঁওস্থ ইসলামিক ফাউন্ডেশন ভবনে ওআইসির মহাসচিব ড. ইউসুফ বিন আহমেদ আল-ওথাইমিন নবনির্মিত হালাল ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরী উদ্বোধন করেন।

আল-কুরআন ডিজিটাইজেশন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত আগ্রহ ও দিকনির্দেশনায় ৭৪ কোটি ১০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পবিত্র কুরআন শরীফ ডিজিটাইজেশন করা হয়েছে।

ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ইসলামী শিক্ষাকে সর্বস্তরে এবং আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে প্রতিষ্ঠার জন্য 'ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠা করেন।

জাতীয় মসজিদ বায়তুল মুকাররমের সৌন্দর্যবর্ধন ও সম্প্রসারণ

২০১০ সালের ২৯ জানুয়ারী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বায়তুল মুকাররম মসজিদের মিনার, মহিলা নামাযকক্ষসহ নির্মিত স্থাপনার শুভ উদ্বোধন করেন, যা বর্তমান সরকারের একটি বিরাট সাফল্য। ৩,৫০০ জন মহিলা একত্রে নামায আদায়ের ব্যবস্থা রেখে মহিলা নামাযকক্ষ সম্প্রসারণ করা হয়। মসজিদের সাহানে ২০,০০০ জন মুসল্লির নামাযের স্থান সম্প্রসারণসহ মসজিদের আন্ডারগ্রাউন্ডে ৫০০ গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন লাইব্রেরী ভবন নির্মাণ

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে বায়তুল মুকাররম মসজিদ কমপ্লেক্সে ৫ তলা বিশিষ্ট ইসলামিক ফাউন্ডেশন কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী নির্মাণ করা হয় এবং লাইব্রেরীতে নতুন নতুন ধর্মীয় কিতাবাদি সংযোজন করা হয়।

হজ্ব ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত দিকনির্দেশনায় সুষ্ঠু হজ্ব ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে ৫ বছর মেয়াদী জাতীয় হজ্বনীতি ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়।

জেদ্দা হজ্ব টার্মিনালে 'বাংলাদেশ প্লাজা' স্থাপন

হজ্বযাত্রীদের দুর্ভোগ লাঘবের জন্য বর্তমান সরকার ২০১১ সালে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে প্রথমবারের মত জেদ্দা হজ্ব টার্মিনালে প্লাজা ভাড়া নিয়ে বাংলাদেশী হাজীদের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করে।

আশকোনা হজ্বক্যাম্পের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি

২০১০ সালে আশকোনা হজ্বক্যাম্পের ডরমেটরীতে ২ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪টি লিফট স্থাপন এবং বিমান, কাস্টমস ও ইমিগ্রেশন অফিসসমূহে সেন্ট্রাল এসি স্থাপন করা হয়।

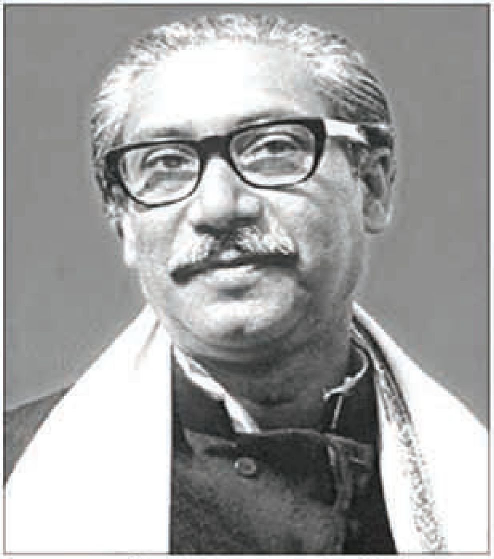

'জাতির পিতা মহান নেতা শেখ মুজিব
তোমার দিশা স্বপ্ন-আশা চিরঞ্জীব।'

ইসলামের প্রচার-প্রসারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যেমন ছিলেন একজন খাঁটি বাঙালি, তেমনি ছিলেন একজন ঈমানদার মুসলমান। ইসলামের সুমহান শিক্ষার আলোয় আলোকিত ছিল তাঁর হৃদয়। মহানবী (সা)-এর মানবপ্রেম ও মানব মর্যাদার শিক্ষাকে সামনে রেখেই জাতির পিতার জীবনের প্রতিটি কর্মপরিকল্পনা পরিচালিত হয়েছে এবং এ বিধান বাস্তবায়নের জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করে গেছেন। বঙ্গবন্ধু তাঁর মাত্র সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে ইসলামের প্রচার প্রসারে যে অসামান্য অবদান রেখে গেছেন বিশ্বের ইতিহাসে তা এক নজিরবিহীন দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা

ইসলামের প্রচার প্রসারের লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের ২২ মার্চ এক অধ্যাদেশের মাধ্যমে ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করেন।

জাতীয় পর্যায়ে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) প্রচলন

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু সীরাত মজলিশ প্রতিষ্ঠা করে ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালের রবিউল আউয়াল মাসে জাতীয় পর্যায়ে প্রথম ঈদে মিলাদুন্নবী (সা) উদযাপনের প্রচলন করেন।

হজ্ব পালনের জন্য সরকারি অনুদানের ব্যবস্থা

বঙ্গবন্ধুই প্রথম স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে হজ্বযাত্রীদের জন্য সরকারি তহবিল থেকে অনুদানের ব্যবস্থা করেন।

সমুদ্রপথে হজ্বযাত্রীদের জন্য জাহাজ ক্রয়

বাংলাদেশের হাজীগণ যাতে সমুদ্রপথে স্বল্প ব্যয়ে হজ্ব করতে পারেন এজন্য 'মোহাম্মদীয়া' ও 'আকবরী' নামে দুটি জাহাজ ভাড়া করা হয় এবং পরবর্তীতে 'হিজবুল বাহার' নামে একটি জাহাজ ক্রয় করা হয়।

মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড পুনর্গঠন

বঙ্গবন্ধুই প্রথম মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডকে স্বায়ত্তশাসন প্রদান করে এর নাম রাখেন 'বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড'।

বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত প্রচার

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশেই বাংলাদেশে সর্বপ্রথম বেতার ও টিভিতে কুরআন তিলাওয়াত ও তাফসীর প্রচার শুরু হয়।

পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী (সা), শবে কদর ও শবে বরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটি

ইসলামের ধর্মীয় দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালনের উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধুই প্রথম বাংলাদেশে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা), শবে কদর ও শবে বরাত উপলক্ষে সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ এবং শাস্তির বিধান

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর বঙ্গবন্ধুই প্রথম আইন করে মদ, জুয়া, হাউজি ও অসামাজিক কার্যকলাপ নিষিদ্ধ করে শাস্তির বিধান জারি করেন।

ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা নিষিদ্ধকরণ

স্বাধীনতার পর বঙ্গবন্ধু স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে রেসকোর্স ময়দানে অনুষ্ঠিত ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতা বন্ধ করেন এবং রেসকোর্স ময়দানের নাম পরিবর্তন করে রাখেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যান।

বিশ্ব এজতেমার জন্য টঙ্গিতে সরকারি জায়গা বরাদ্দ

বঙ্গবন্ধু তাবলীগ জামাতের বিশ্ব এজতেমার জন্য টঙ্গিতে সুবিশাল জায়গা বরাদ্দ করেন।

কাকরাইলের মারকাজ মসজিদ সম্প্রসারণের জন্য জমি বরাদ্দ

বঙ্গবন্ধু কাকরাইলের তাবলীগ জামাতের মারকাজ মসজিদের জন্য স্থান বরাদ্দ করেন এবং মসজিদটি তাঁরই নির্দেশে সম্প্রসারিত হয়।

রাশিয়াতে প্রথম তাবলীগ জামাত প্রেরণের ব্যবস্থা

বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার পর প্রথম রাশিয়া তথা সোভিয়েত ইউনিয়নে তাবলীগ জামাত প্রেরণ করেন।

আরব-ইসরাইল যুদ্ধে আরব বিশ্বের পক্ষ সমর্থন ও সাহায্য প্রেরণ

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সমর্থনে ১ লক্ষ পাউন্ড চা, ২৮ সদস্যের মেডিক্যাল টিমসহ একটি স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী প্রেরণ করা হয়।

ওআইসি সম্মেলনে যোগদান ও মুসলিম বিশ্বের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু মুসলিম বিশ্বের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৭৪ সালে লাহোরে অনুষ্ঠিত ইসলামী সম্মেলন সংস্থার (ওআইসি) অধিবেশনে যোগদান করেন।

শরীয়াভিত্তিক ব্যাংক প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ

শরীয়াভিত্তিক ব্যাংকিং ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর উপস্থিতিতে বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে আইডিবি চার্টার-এ স্বাক্ষর করে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিতে সকল ক্ষেত্রেই দিকনির্দেশনা প্রদান করে গেছেন। ধর্মীয় ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধুর প্রদর্শিত পথ ধরে বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সামাজিক ঐক্য ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি শান্তিপূর্ণ দেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

হজ্ব ব্যবস্থাপনায় সৌদি সরকারের স্বীকৃতি

২০১০ ও ২০১১ সালে হজ্ব ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে প্রথম স্থান লাভ করে।

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে আলেম-ওলামার কর্মসংস্থান

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা (৬ষ্ঠ পর্যায়) প্রকল্পটি জাতীয় একনেক কর্তৃক ১৫ শত কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ রেখে অনুমোদিত হলে ৭৬ হাজার আলেম-ওলামার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

শিশু গণশিক্ষা ও কুরআন শিক্ষা কার্যক্রমে মহিলাদের কর্মসংস্থান

মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রম প্রকল্পের আওতায় মাসিক সম্মানীর ভিত্তিতে প্রায় ৬ হাজার ধর্মপরায়ণ মহিলার কর্মসংস্থান করা হয়েছে।

কওমী সনদের সরকারী স্বীকৃতি

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কওমী শিক্ষা সনদের সরকারী স্বীকৃতি প্রদান করে দাওরায়ে হাদীসকে মাস্টার ডিগ্রীর সমমান প্রদান করেন।

১০০০টি বেসরকারী মাদ্রাসায় একাডেমিক ভবন নির্মাণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে ৭৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশের ১০০০টি বেসরকারী মাদ্রাসা ভবন নির্মাণের কাজ এগিয়ে চলছে।

৮০টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু

বর্তমান সরকার মাদ্রাসা শিক্ষা উন্নয়নের লক্ষ্যে দেশের ৮০টি মাদ্রাসায় অনার্স কোর্স চালু করেছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১০ সালের ২০ জানুয়ারী সারা দেশে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ধর্মীয় বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য ধর্মীয় শিক্ষক নিয়োগের ঘোষণা প্রদান করেন।

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩১ শ্রাবণ ১৪২৪
১৫ আগস্ট ২০১৭

বাণী

১৫ই আগস্ট জাতীয় শোক দিবস। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৫ সালের এই দিনে সপরিবারে মানব ইতিহাসের বর্বরতম হত্যাকাণ্ডের শিকার হন।

জাতির পিতার সহধর্মিনী বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন নেছা মুজিব, পুত্র ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লেফটেন্যান্ট শেখ জামাল, দশ বছরের শিশুপুত্র শেখ রাসেল, পুত্রবধূ সুলতানা কামাল ও রোজী জামাল, বঙ্গবন্ধুর সহোদর শেখ নাসের, কৃষকনেতা আব্দুর রব সেরনিয়াবাত, যুবনেতা শেখ ফজলুল হক মণি ও তাঁর অন্তঃসত্ত্বা স্ত্রী আরজু মণি, বেবী সেরনিয়াবাত, সুকান্ত বাবু, আরিফ, আব্দুল নঈম খান রিন্টুসহ পরিবারের ১৮ জন সদস্যকেও ঘৃণ্য ঘাতকরা এ দিনে হত্যা করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সামরিক সচিব কর্নেল জামিলও নিহত হন। ঘাতকদের কামানের গোলার আঘাতে মোহাম্মদপুরে একটি পরিবারের বেশ কয়েকজন হতাহত হন।

জাতীয় শোক দিবসে আমি মহান আল্লাহ্‌তায়ালার দরবারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ১৫ই আগস্টের সকল শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনা করছি।

জাতির পিতার দূরদর্শী, সাহসী এবং ঐন্দ্রজালিক নেতৃত্বে বাঙালি জাতি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে ছিনিয়ে এনেছিল স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য। বাঙালি পেয়েছে স্বাধীন রাষ্ট্র, নিজস্ব পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত।

সদ্য স্বাধীন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব যখন সমগ্র জাতিকে নিয়ে সোনার বাংলা গড়ার সংগ্রামে নিয়োজিত, তখনই স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধী চক্র তাঁকে হত্যা করে। এর মধ্য দিয়ে তারা বাঙালির ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, কৃষ্টি ও অগ্রযাত্রাকে স্তব্ধ করার অপপ্রয়াস চালায়। তাদের উদ্দেশ্যই ছিল অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক বাংলাদেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে ভেঙে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে ভূলুণ্ঠিত করা।

এই জঘন্য হত্যাকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত স্বাধীনতাবিরোধী চক্র '৭৫ এর ১৫ই আগস্টের পর থেকেই হত্যা, ক্যু ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতি শুরু করে। তারা ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স জারি করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হত্যার বিচারের পথও বন্ধ করে দেয়।

জিয়াউর রহমান অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে। মার্শাল ল' জারির মাধ্যমে গণতন্ত্রকে হত্যা করে। সংবিধানকে ক্ষত-বিক্ষত করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের হত্যাকারীদের পুরস্কৃত করে। বিদেশে দূতাবাসে চাকুরি দেয়। স্বাধীনতাবিরোধী-যুদ্ধাপরাধীদের নাগরিকত্ব দেয়। রাষ্ট্রক্ষমতার অংশীদার করে। রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পুনর্বাসিত করে। পরবর্তী বিএনপি-জামাত সরকারও একই পথ অনুসরণ করে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালের ১২ই জুনের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দীর্ঘ ২১ বছর পর সরকার গঠন করে। অতীতের জঞ্জাল সরিয়ে এই ৫ বছরে দেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের এক নব দিগন্তের সূচনা হয়। খাদ্য-ঘাটতির দেশ খাদ্যে উদ্বৃত্তের দেশে পরিণত হয়। বাংলাদেশের মানুষের জন্য এ সময়টা ছিল একটি স্বর্ণ যুগ। আমরা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যার বিচার শুরু করি। কিন্তু বিএনপি-জামাত জোট সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসে জাতির পিতা হত্যার বিচার কাজ বন্ধ করে দেয়।

দেশের জনগণ ২০০৮ সালের ২৯শে ডিসেম্বর নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে পুনরায় বিপুল ভোটে বিজয়ী করে। রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব নিয়ে পূর্ববর্তী সরকারগুলোর রেখে যাওয়া অচলাবস্থা এবং বিশ্বমন্দা কাটিয়ে আমরা দেশকে দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করার কাজ শুরু করি। ২০১৪ সালের ৫ই জানুয়ারী জনবিচ্ছিন্ন বিএনপি-জামাত জোটের নির্বাচন বানচালের পায়তারাকে জনগণ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করে ভোট দিয়ে দেশের সাংবিধানিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করে। আবারও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিজয়ী হয়ে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে।

গত সাড়ে আট বছরে আমরা দেশের প্রতিটি সেক্টরে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করেছি। আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বাংলাদেশ এখন বিশ্বে 'রোল মডেল'। ২০২১ সালের আগেই আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করব, ইনশাআল্লাহ।

আমরা সপরিবারে জাতির পিতা হত্যার বিচারের রায় কার্যকর করেছি। জাতীয় চার নেতা হত্যার বিচার সম্পন্ন হয়েছে। একাত্তরের মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের রায় কার্যকর করা হচ্ছে। জঙ্গিবাদ-সন্ত্রাসবাদ নির্মূলে আমাদের সরকার 'জিরো টলারেন্স' নীতি অনুসরণ করছে। সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের সুযোগ বন্ধ করেছি। স্বাধীনতাবিরোধী সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠী এবং উন্নয়ন ও গণতন্ত্র-বিরোধীদের যেকোন অপতৎপরতা ঐক্যবদ্ধভাবে মোকাবিলা করার জন্য আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে।

ঘাতকচক্র বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে হত্যা করলেও তাঁর স্বপ্ন ও আদর্শের মৃত্যু ঘটাতে পারেনি। আসুন, আমরা জাতির পিতা হারানোর শোককে শক্তিতে পরিণত করি। তাঁর ত্যাগ ও তিতিক্ষার দীর্ঘ সংগ্রামী জীবনাদর্শ ধারণ করে সবাই মিলে একটি অসাম্প্রদায়িক, ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি। প্রতিষ্ঠা করি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। জাতীয় শোক দিবসে এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

ইমাম প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

দেশের ৭টি ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমীর মাধ্যমে ইমামদেরকে ইসলামের মৌলিক বিষয়সহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রতিষ্ঠাকাল হতে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত ৯১৪৮৩ জন ইমামকে নিয়মিত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে (জঙ্গিবাদ ও সন্ত্রাস দমন, মানব সম্পদ উন্নয়ন, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, মা ও শিশুর স্বাস্থ্য, নিরাপদ অভিবাসন, এইচআইভি এইডস, জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধন ইত্যাদি) সর্বমোট ১ লক্ষ ৮১ হাজার ৯১২ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

ইমাম-মুয়াজ্জিন কল্যাণ ট্রাস্ট প্রতিষ্ঠা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরকার ২০১৫-১৬ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ৩০ কোটি ৪০ লক্ষ টাকা অনুদান হিসাবে মঞ্জুরী প্রদান করে। কোন ইমাম-মুয়াজ্জিন বার্ধক্যজনিত কারণে কর্ম-অক্ষম হয়ে পড়লে এবং আর্থিক অনটনে পড়লে তাদের এই ট্রাস্ট থেকে অফেরতযোগ্য আর্থিক সুবিধা প্রদান করা যায়।

ইসলামী পুস্তক প্রকাশনা কার্যক্রম-২য় পর্যায়

২০১৫-১৬ অর্থ বছরে এপ্রিল মাস হতে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মার্চ মাস পর্যন্ত তিন বছরের জন্য ২৩০০.০০ লক্ষ টাকা লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করে নতুন একটি প্রকল্প অনুমোদিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের আমলে প্রায় ৪ হাজার শিরোনামের পুস্তক মুদ্রিত হয়েছে।

ইসলামিক মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে চিকিৎসা সেবা প্রদান

ইসলামের দাওয়াতী কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য বর্তমান সরকার নতুন ৭টি মিশন কেন্দ্র স্থাপন করেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশনের ৪০টি মিশন কেন্দ্রের মাধ্যমে বিনামূল্যে ঔষধ প্রদানসহ দরিদ্র রোগীকে অ্যালোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

মসজিদ পাঠাগার স্থাপন প্রকল্প

বর্তমান সরকারের সময়ে মসজিদ পাঠাগার স্থাপন করা হয়েছে এবং মসজিদ পাঠাগারের উন্নয়ন ও বিনামূল্যে বই ও এবং আলমারী বিতরণের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস প্রতিরোধ ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে ইসলাম শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন

বর্তমান সরকার প্রথমবারের মত প্রায় ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে জঙ্গিবাদ বিরোধী কর্মসূচি গ্রহণ করেছে এবং উক্ত কর্মসূচির মাধ্যমে জনসচেতনতামূলক অনুষ্ঠান বাস্তবায়িত হয়েছে। এছাড়া জঙ্গিবাদ বিরোধী প্রচুর বই মুদ্রণ করে বিনামূল্যে প্রতিটি মসজিদসহ বিভিন্ন সেক্টরে বিতরণ করা হয়েছে। আলেম-ওলামাদের মাধ্যমে সন্ত্রাস বিরোধী একটি নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তোলার লক্ষ্যে কাজ এগিয়ে চলেছে।

চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের উন্নয়ন

চট্টগ্রামের ঐতিহাসিক আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৫০ কোটি টাকার একটি উন্নয়ন প্রকল্প কুয়েত সরকারের সহায়তায় বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এছাড়াও জমিয়তুল ফালাহ্ মসজিদ কমপ্লেক্স চট্টগ্রাম ইসলামিক ফাউন্ডেশনের আওতায় ন্যস্ত করা হয়েছে।

মসজিদভিত্তিক শিক্ষার সাথে আরবী ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা

মসজিদভিত্তিক শিক্ষার পাশাপাশি আরবী ভাষা শিক্ষার উদ্যোগ নিতে হবে। ১৮-৩-২০১৫ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এমর্মে তিনি সদয় নির্দেশনা প্রদান করেন যে, "শিশুদের প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানে মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে, এখানে কুরআন শিক্ষার পাশাপাশি আরবী ভাষা শিখালে ভবিষ্যত কর্মজীবনে কাজে লাগবে। মসজিদভিত্তিক শিক্ষায় আরবী ভাষা শিক্ষা প্রদানের কাজ হচ্ছে।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে আলেম-ওলামাদের সম্পৃক্তকরণ

জাতিসংঘ ঘোষিত টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশে আলেম-ওলামাদের সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে কর্মসূচি হাতে নেয়া হয়েছে।

বর্তমান সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে দেশের আলেম-ওলামাদের জাতীয় উন্নয়নের স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি ও আর্থিক কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণ করা।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর ৪২তম শাহাদাৎ বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস ২০১৭ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র